# মহাপ্লাবনের বাস্তবতা : পৌরানিক অতিকথন বনাম বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান

--- অনন্ত ---

**(মুক্ত-মনার 'ডারউইন ডে' উপলক্ষে লিখিত : ১২-০২-০৬ )**

**ভূমিকাঃ** আমাদের প্রচলিত সমাজব্যবস্থায় সামাজিক-সাংস্কৃতিক, উপাসনাধর্মীয়সহ নানা কারণে অনেক বিশ্বাস- অপবিশ্বাস, সংস্কার-কুসংস্কার, জড়তাবোধ আর বিজ্ঞানের ছদ্মবেশে অপজ্ঞান এমনভাবে শিকড় গেড়ে বসে আছে, তা কোনোভাবেই বিলুপ্ত হচ্ছে না। হাজার বছর ধরে অযৌক্তিক চর্চার ফলে এই সকল অপজ্ঞানের শিকড় সাধারণ মানুষের শ্বাসপ্রশ্বাসের সাথে মিশে গেছে, রক্তের হিমোগ্লবিনের মতো আমাদের শরীরে অবস্থান করছে। যা আমাদেরকে অষ্টেপৃষ্টে বেঁধে রেখেছে; প্রতিমুহূর্তে পিছনে টেনে ধরছে। আমার এই ধারাবাহিক প্রবন্ধগুলি যদি এই সকল অপজ্ঞান আর অপবিশ্বাসের ভিত সামান্যতম নাড়িয়ে দিতে পারে, তবে আমার শ্রম স্বার্থক বলে বিবেচিত হবে। ধন্যবাদ।

---

## মহাপ্লাবনের বাস্তবতা!

''পৃথিবীতে মনুষ্যজাতি সৃষ্টির পর তাঁরা তাঁদের উপর অর্পিত দায়িত্ব 'ঈশ্বর বন্দনা' ছেড়ে দিয়ে ঘোর পাপ কর্মে নিমজ্জিত হয়েছিল। লোভ, হিংসা, বিদ্বেস আর অপরাধপ্রবনতার কারণে ভুলে গিয়েছিলো সৃষ্টিকর্তাকে। মনুষ্যজাতির এই অধঃপতন দেখে বিচলিত বোধ করলেন ঈশ্বর, ক্রুদ্ধ হলেন তাঁর সৃষ্টির উপর। মনে মনে সংকল্প আটলেন; পাপ থেকে পৃথিবীকে মুক্ত করার জন্য ধ্বংস করে ফেলতে হবে, নতুন করে এই ধরনীকে সুন্দর করে তুলতে হবে। সেই জন্য আনলেন এক মহা-মহা- প্লাবন। যে প্লাবনের স্রোতে ভেসে গিয়েছিলো সমস্ত পাপ-পাপী ব্যক্তি; সকল পাপের বিষ, ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলো জীবজগৎ। শুধু বাঁচালেন হযরত নূহ **(হিব্রু উচ্চারন নোয়া বা Noa, আরবী উচ্চারন Nuh)** ও তাঁর পরিবার এবং সঙ্গীসাথীদের। পরবর্তীতে তাঁদের মাধ্যমেই ঈশ্বর প্রাণের বিস্তার ঘটালেন পৃথিবীতে। আমরা আজ পৃথিবীর মানুষেরা সেই হযরত নূহের বংশধর।''- এই ধরনের পৌরানিক কাহিনী আমরা সবাই কম বেশী শুনে আসছি দীর্ঘসময় ধরে। চোখ বুঝে বিশ্বাসও করেছি অন্ধভাবে, সেটা জেনে বুঝে হোক আর না বুঝেই হোক। আজকের একবিংশ শতাব্দীতে এসে, এই মহাপ্লাবনের (!) সত্যতা নির্নয়ে অনুপুঙ্খ অনুসন্ধান চালানো সম্ভব না। তাই আমরা এই বাস্তবতাকে মেনে নিয়ে পৌরানিক কাহিনী বিশ্লেষনের জন্য অংকের আশ্রয় নিলাম। দেখা যাক, কি উত্তর বের হয়ে আসে .....।

### হযরত নূহ (আঃ) ও মহাপ্লাবন সম্পর্কে উপাসনাধর্মগ্রন্থসমূহে বর্ণিত তথ্য :-

প্রথমে জেনে নেয়া যাক, ইহুদি উপাসনাধর্ম গ্রন্থ এবং খ্রীষ্টান উপাসনাধর্মগ্রন্থ ‘বাইবেল’-এর **ওল্ড টেষ্টামেন্টের** অন্তর্গত **তৌরাত শরীফ (১)** - এ **হযরত নূহ্ (আঃ) সম্পর্কে কি বলা হয়েছে** :-

লামাকের একশো বিরাশি বছর বয়সে তাঁর একটি ছেলের জন্ম হল। তিনি বললেন, ‘‘আমাদের সব পরিশ্রমের মধ্যে, বিশেষ করে মাবুদ মাটিকে বদদোয়া দেবার পর তার উপর আমাদের যে পরিশ্রম করতে হয় তার মধ্যে এই ছেলেটিই আমাদের সান্ত্বনা দেবে।’’ এই বলে তিনি তাঁর নাম দিলেন **নূহ্**। নূহের জন্মের পর লামাক আরোও পাঁচশো পচানব্বই বছর বেঁছে ছিলেন। এর মধ্যে তাঁর আরোও ছেলেমেয়ে হয়েছিল। মোট **সাতশো সাতাত্তর বেঁচে থাকবার পর লামাক ইন্তেকাল করলেন (*পয়দায়েশ (Genesis); ৫:২৮-৩১*)**।

মাবুদ দেখলেন দুনিয়াতে মানুষের নাফরমানী খুবই বেড়ে গেছে, আর তার দিলের সব চিন্তা-ভাবনা সব সময়ই কেবল খারাপীর দিকে ঝুঁকে আছে। এতে মাবুদ অন্তরে ব্যথা পেলেন। তিনি দুনিয়াতে মানুষ সৃষ্টি করেছেন বলে দুঃখিত হয়ে বললেন, ‘‘**আমার সৃষ্ট মানুষকে আমি দুনিয়ার উপর থেকে মুছে ফেলব; আর তার সংগে সমস্ত জীবজন্তু, বুকে হাঁটা প্রাণী ও আকাশের পাখীও মুছে ফেলব। এই সব সৃষ্টি করেছি বলে আমার কষ্ট হচ্ছে।**’’ কিন্তু নূহের উপর মাবুদ সন্তুষ্ট রইলেন (*পয়দায়েশ, ৬:৫-৮*)।

এই হল নূহের জীবনের কথা। নূহ এজন সৎ লোক ছিলেন। তাঁর সময়কার লোকদের মধ্যে তিনিই ছিলেন খাঁটি। আল্লাহ্‌র সংগে তাঁর যোগাযোগ-সম্বন্ধ ছিল। **সাম, হাম আর ইয়াফস নামে নূহের তিনটি ছেলে ছিল**। সেই সময় **আল্লাহ্‌র কাছে সারা দুনিয়াটাই গুনাহের দুর্গন্ধে এবং জোর জুলুমে ভরে উঠেছিল**। আল্লাহ্ দুনিয়ার দিকে তাকিয়ে দেখলেন যে, তা দুর্গন্ধময় হয়ে গেছে, কারণ দুনিয়ার মানুষের স্বভাবে পচন ধরছে (*পয়দায়েশ, ৬:৯-১২*)।

এই অবস্থা দেখে আল্লাহ্ নূহ্‌কে বললেন, ‘‘গোটা মানুষ জাতটাকে আমি ধ্বংস করে ফেলব বলে ঠিক করেছি। মানুষের জন্যই দুনিয়া জোরজুলুমে ভরে উঠেছে। মানুষের সংগে দুনিয়ার সব কিছুই আমি ধ্বংস করতে যাচ্ছি। তুমি গোফর কাঠ দিয়ে তোমার নিজের জন্য একটা জাহাজ তৈরী কর। তার মধ্যে কতগুলো কামরা থাকবে; আর সেই জাহাজের বাইরে এবং ভিতরে আল্‌কাত্‌রা দিয়ে লেপে দিবে। জাহাজটা তুমি এইভাবে তৈরী করবে; **সেটা লম্বায় হবে তিনশো হাত, চওড়ায় হবে পঞ্চাশ হাত, আর উচ্চতা হবে ত্রিশ হাত**। জাহাজটার ছাদ থেকে নীচে এক হাত পর্যন্ত চারদিকে একটা খোলা জায়গা রাখবে আর দরজাটা হবে জাহাজের একপাশে। **জাহাজটাতে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় তলা থাকবে।** আর দেখ, আমি দুনিয়াতে এমন একটা বন্যার সৃষ্টি করবো যাতে আসমানের নীচে **যে সব প্রাণী শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ে বেঁচে আছে তারা সব ধ্বংস হয়ে যায়। দুনিয়ার সমস্ত প্রাণীই তাতে মারা যাবে** (*পয়দায়েশ, ৬:১৩-১৭*)।

‘‘কিন্তু আমি তোমার জন্য আমার ব্যবস্থা স্থাপন করব। তুমি গিয়ে জাহাজে উঠবে আর তোমার সংগে থাকবে তোমার ছেলেরা, তোমার ছেলেদের স্ত্রীরা। **তোমার সংগে বাঁচিয়ে রাখার জন্য তুমি প্রত্যেক জাতের প্রাণী থেকে স্ত্রী-পুরুষ মিলিয়ে এক এক জোড়া করে জাহাজে তুলে নেবে। প্রত্যেক জাতের পাখী, জীবজন্তু ও বুকে-হাঁটা প্রাণী এক এক জোড়া করে তোমার কাছে আসবে যাতে তুমি তাদের বাঁচিয়ে রাখতে পার;** আর তুমি সব রকমের খাবার জিনিস জোগাড় মজুদ করে রাখবে। সেগুলোই হবে তোমার ও তাদের খাবার।’’ নূহ তা-ই করলেন। আল্লাহ্‌র হুকুম মত তিনি সব কিছুই করলেন (***পয়দায়েশ, ৬:১৮-২২***)।

‘‘এরপরে মাবুদ নূহকে আবার বললেন, ‘‘তুমি ও তোমার পরিবারের সবাই জাহাজে উঠবে। আমি দেখতে পাচ্ছি, এখনকার লোকদের মধ্যে কেবল তুমিই সৎ আছে। **তুমি পাক পশুর প্রত্যেক জাতের মধ্য থেকে স্ত্রী-পুরুষ মিলিয়ে সাত জোড়া করে তোমার সংগে নেবে, আর নাপাক পশুর মধ্য থেকেও স্ত্রী-পুরুষ মিলিয়ে এক জোড়া করে নেবে। আকাশে উড়ে বেড়ায় এমন পাক পাখীদের মধ্য থেকেও স্ত্রী-পুরুষ মিলিয়ে সাত জোড়া করে তোমার সংগে নেবে।** দুনিয়ার উপর তাদের বংশ বাঁচিয়ে রাখার জন্যই তুমি তা করবে। আমি আর সাত দিন পরে দুনিয়ার উপরে বৃষ্টি পড়বার ব্যবস্থা করবো। তাতে **চল্লিশ দিন আর চল্লিশ রাত ধরে বৃষ্টি পড়তে থাকবে**। আমি ভূমিতে যে সব প্রাণী সৃষ্টি করেছি তাদের প্রত্যেকটিকে দুনিয়ার উপর থেকে মুছে ফেলব (***পয়দায়েশ, ৭:১-৪***)।

মহাপ্লাবন সম্পর্কে তৌরাত শরীফে বর্ণিত আছে : -

***দুনিয়াতে বন্যা শুরু হবার সময় নূহের বয়স ছিল ছ’শো বছর***। বন্যা থেকে রক্ষা পাবার জন্য নূহ, তাঁর স্ত্রী, তাঁর ছেলেরা এবং ছেলেদের স্ত্রীরা সেই জাহাজে গিয়ে উঠলেন। আল্লাহ নূহকে হুকুম দেবার সময় যা বলেছিলেন সেইভাবে পাক ও নাপাক পশু, পাখী ও বুকে-হাঁটা প্রাণীরা স্ত্রী-পুরুষ মিলে জোড়ায় জোড়ায় সেই জাহাজে নূহের কাছ গিয়ে উঠল। সেই সাত দিন পার হয়ে গেলে পর দুনিয়াতে বন্যা হল। নূহের বয়স যখন ছ’শো বছর চলছিল, **সেই বছরের দ্বিতীয় মাসের সতেরো দিনের দিন** মাটির নীচের সমস্ত পানি হঠাৎ বের হয়ে আসতে লাগলো আর আকাশেও যেন ফাটল ধরলো। ***চল্লিশ দিন আর চল্লিশ রাত ধরে দুনিয়ার উপরে বৃষ্টি পড়তে থাকল*** (***পয়দায়েশ, ৭:৬-১২***)।

তারপর থেকে **চল্লিশ দিন ধরে দুনিয়াতে বন্যার পানি বেড়েই চলল**। পানি বেড়ে যাওয়াতে জাহাজটা মাটি ছেড়ে উপরে ভেসে উঠল। পরে **দুনিয়ার উপরে পানি আরও বেড়ে গেল এবং জাহাজটা পানির উপরে ভাসতে লাগল**। দুনিয়ার উপরে পানি কেবল বেড়েই চলল; ফলে **যেখানে যত বড় বড় পাহাড় ছিল সব ডুবে গেল। সমস্ত পাহাড়-পর্বত ডুবিয়ে পানি আরও পনেরো হাত উপরে উঠে গেল**। এর ফলে **মাটির উপরে ঘুরে বেড়ানো প্রাণী, পাখী, গৃহপালিত আর বন্য পশু, ঝাঁক বেঁধে চরে বেড়ানো ছোট ছোট প্রাণী এবং সমস্ত মানুষ মারা গেল। শুকনা মাটির উপর যে সব প্রাণী বাস করত, অর্থাৎ শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ে যারা বেঁচে ছিল তারা সবাই মরে গেল।**

আল্লাহ এই ভাবে ভূমির সমস্ত প্রাণী দুনিয়ার উপর থেকে মুছে ফেললেন। তাতে মানুষ, পশু, বুকে- হাঁটা প্রাণী এবং আকাশের পাখী দুনিয়ার উপর থেকে মুছে গেল। কেবল নূহ এবং তাঁর সংগে যাঁরা জাহাজে ছিলেন তাঁরাই বেঁচে রইলেন। **দুনিয়া একশো পঞ্চাশ দিন পানিতে ডুবে রইল** (*পয়দায়েশ, ৭:১৭-২৪*)।

জাহাজে নূহ্ এবং তাঁর সংগে যেসব গৃহপালিত ও বন্য পশু ছিল আল্লাহ তাদের কথা ভুলে যান নি। তিনি দুনিয়ার উপরে বাতাস বহালেন, তাতে পানি কমতে লাগল। এর আগেই মাটির নীচের সমস্ত পানি বের হওয়া এবং আকাশের সব ফাটলগুলো বন্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং আকাশ থেকে বৃষ্টি পড়াও থেমে গিয়েছিল। তাতে মাটির উপরকার পানি সরে যেতে থাকল, আর **বন্যা শুরু হওয়ার একশো পঞ্চাশ দিন পরে দেখা গেল পানি অনেক কমে গেছে। সপ্তম মাসের সতেরো দিনের দিন জাহাজটা আরারাতের পাহাড় শ্রেনীর উপরে গিয়ে আট্‌কে রইল**। এর পরেও পানি কমে যেতে লাগল, আর **দশম মাসের প্রথম দিনে পাহাড়শ্রেনীর চূড়া দেখা দিল** (*পয়দায়েশ, ৮:১-৫*)।

**নূহের বয়স তখন ছ'শো একবছর চলছিল। সেই বছরের প্রথম মাসের প্রথম দিনেই মাটির উপর থেকে পানি সরে গিয়েছিল**। তখন নূহ্ জাহাজের ছাদ খুলে ফেলে তাকিয়ে দেখলেন যে, মাটির উপরটা শুকাতে শুরু করেছে। **দ্বিতীয় মাসের সাতাশ দিনের মধ্যে মাটি একেবারে শুকিয়ে গেল**। তখন আল্লাহ্ নূহ্‌কে বললেন, "তুমি তোমার স্ত্রীকে আর তোমার ছেলেদের ও তাদের স্ত্রীদের নিয়ে জাহাজ থেকে বের হয়ে এস, আর সেই সংগে সমস্ত পশু-পাখী এবং বুকে হাঁটা প্রাণী, অর্থাৎ যত জীব জন্তু আছে তাদের সকলেই বের করে নিয়ে এস। **আমি চাই যেন দুনিয়াতে তাদের বংশ অনেক বেড়ে যায় এবং বংশবৃদ্ধির ক্ষমতা দ্বারা তারা সংখ্যায় বেড়ে উঠে**।" তখন নূহ্ তাঁর স্ত্রীকে আর তাঁর ছেলেদের ও তাঁদের স্ত্রীদের নিয়ে জাহাজ থেকে বের হয়ে আসলেন। তাঁদের সংগে সব পশু-পাখী এবং বুকে-হাঁটা প্রাণী, অর্থাৎ মাটির উপরে ঘুরে বেড়ানো সমস্ত প্রাণী নিজের নিজের জাত অনুসারে বের হয়ে গেল (*পয়দায়েশ, ৮:১৩-১৯*)।

**ইসলাম উপাসনাধর্মগ্রন্থ আল-কোরআন -এ হযরত নূহ্ এবং মহাপ্লাবন সম্পর্কে বর্ণিত তথ্য** :- **আল কোরআন** -এ বেশ কয়েকবার হযরত নূহ্ এবং মহাপ্লাবনের কথা বলা হয়েছে, হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করা হয়েছে নানা সময় এই কাহিনীর কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে, তবু **তৌরাত শরীফের** মতো এতো বিস্তারিত ভাবে নূহের জাহাজের বর্ণনা বা প্লাবনের ব্যাপারে বক্তব্য রাখা হয় নি। নিম্নে হযরত নূহ ও মহাপ্লাবন সম্পর্কিত কিছু আয়াত (২) পাঠকের জ্ঞাতার্থে তুলে ধরা হলো -

**আমি নূহকে তার জাতির কাছে পাঠিয়েছি, সে তাদের বলল, হে আমার জাতির লোকেরা, তোমরা আল্লাহ তায়ালার দাসত্ব কবুল করো- তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোনো মাবুদ নেই। আমি তোমাদের ওপর এক কঠিন দিনের আজাবের আশংকা করছি** (সূরা আল আ'রাফ; ৭:৫৯)।

তার জাতির নেতারা বললো, (হে নূহ) আমরা দেখতে পাচ্ছি তুমি এক সুস্পষ্ট গোমরাহীতে (নিমজ্জিত) রয়েছো (**সূরা আল আ'রাফ; ৭:৬০**)।

সে বললো, হে আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা, আমার মধ্যে কোনো গোমরাহী নেই- আমি তো হচ্ছি দুনিয়া জাহানের মালিক আল্লাহর পক্ষ থেকে (আসা) একজন রসূল (**সূরা আল আ'রাফ; ৭:৬১**)।

(আমার কাজ হচ্ছে) **আমি আমার মালিকের বাণীসমূহ তোমাদের কাছে পৌঁছে দেব** এবং (সে মতে) তোমাদের শুভ কামনা করবো- (আখেরাত সম্পর্কে) আমি আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে এমন কিছু জানি, যা তোমরা জান না (**সূরা আল আ'রাফ; ৭:৬২**)।

কিন্তু তারা তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করলো, (এর ফলে আপাতত আজাব থেকে) **আমি তাকে এবং তার সাথে যারা নৌকায় (আরোহণ করে) ছিল, তাদের সবাইকে উদ্ধার করেছি। যারা আমার আজাবসমূহকে মিথ্যা বলেছে, তাদের আমি (পানিতে) ডুবিয়ে দিয়েছি,** এরা ছিলো (গোঁড়া) অন্ধ (**সূরা আল আ'রাফ; ৭:৬৪**)।

**তুমি আমারই তত্ত্বাবধানে আমারই ওহীর আদেশে একটি নৌকা বানাও** এবং যারা যুলুম করেছে, তাদের ব্যাপারে তুমি আমার কাছে (কোনো আবেদন নিয়ে) হাযির হয়ো না, **কেননা এদের সবাইকে অবশ্যই ডুবে যেতে হবে** (**সূরা হূদ; ১১:৩৭**)।

**(পরিকল্পনা মোতাবেক) সে নৌকা বানাতে (শুরু) করলো**। যখনই তার জাতির নেতৃস্থানীয় লোকেরা তার পাশ দিয়ে আসা-যাওয়া করতো, তখন (নূহকে নৌকা বানাতে দেখে) তাকে নিয়ে হাসাহাসি শুরু করে দিতো। সে বললো, (আজ) তোমরা আমাদের ওপর হাঁসছো (একদিন) আমরাও তোমাদের ওপর হাঁসবো (**সূরা হূদ; ১১:৩৮**)।

(অবশেষে তাদের কাছে আজাব সম্পর্কিত) আমার আদেশ এসে পৌঁছল, চুলো (থেকে একদিন পানি) উথলে উঠলো, **আমি (নূহকে) বললাম (সম্ভাব্য) প্রত্যেক জীবের (পুরুষ-স্ত্রীর) এক একজোড়া এতে উঠিয়ে নাও (সাথে) তোমার পরিবার-পরিজনদেরও (ওঠাও)**, তাদের বাদ দিয়ে যাদের ব্যাপারে আগেই সিদ্ধান্ত (ঘোষিত) হয়েছে এবং (তাদেরও নৌকায় উঠিয়ে নাও) যারা ঈমান এনেছে। (মূলত) তার সাথে (আল্লাহর ওপর) খুব কম সংখ্যক মানুষই ঈমান এনেছিলো (**সূরা হূদ; ১১:৪০**)।

(So it was) till then there came Our Command and the oven gushed forth (water like fountains from the earth). We said: "**Embark therein, of each kind two (male and female), and your family**, except him against whom the Word has already gone forth, and those who believe. And none believed with him, except a few (**Surah Hud; 11:40**)."(৩)

অতপর আমি তার কাছে ওহী পাঠালাম যে, **তুমি আমার তত্ত্বাবধানে আমারই ওহী অনুযায়ী একটি নৌকা প্রস্তুত করো**। তারপর যখন আমার (আযাবের) আদেশ আসবে এবং (যমীনের) চুল্লী প্লাবিত হয়ে যাবে। **তখন (সব কিছু থেকে) এক এক জোড়া করে নৌকায় উঠিয়ে নাও, তোমার পরিবার পরিজনদেরও** (উঠিয়ে নেবে, তবে) তাদের মধ্যে যার ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালার সিদ্ধান্ত এসে গেছে- সে ছাড়া, (দেখো) যারা যুলুম করেছে তাদের ব্যাপারে আমার কাছে কোনো আরযী পেশ করো না, **কেননা (মহাপ্লাবনে আজ) তারা নিমজ্জিত হবেই** (**সূরা আল মোমেনুন; ২৩:২৭**)।

সে (তার সাথীদের) বললো, **তোমরা এতে উঠে পড়ো**, আল্লাহর নামে এর গতি ও স্থিতি (নির্ধারিত) হবে। নিশ্চয়ই আমার মালিক ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু (**সূরা হূদ; ১১:৪১**)।

**অতপর সে (নৌকা) পাহাড়সম বড়ো বড়ো ঢেউয়ের মধ্যে তাদের বয়ে নিয়ে চলতে থাকলো**। নূহ তার ছেলেকে (নৌকায় আরোহণ করার জন্যে) ডাকলো- সে (আগে থেকেই) দূরবর্তী এক জায়গায় (দাঁড়ানো) ছিলো- হে আমার ছেলে, আমাদের সাথে (নৌকায়) উঠো, (আজ এমনি এক দিনে) তুমি কাফেরদের সাথী হয়ো না (**সূরা হূদ; ১১:৪২**)।

শ্রদ্ধেয় পাঠক, আল কোরানের সূরা হূদ এর ৪০ নং আয়াত দুবার উল্লেখ করার কারণ হচ্ছে, বাংলা আয়াতে লক্ষ করা যাচ্ছে, আল্লাহ তায়ালা হযরত নূহকে **সম্ভাব্য সকল প্রজাতির এক জোড়া করে সংগ্রহের নির্দেশ দিয়েছিলেন**, আর ইংরেজী আয়াতে দেখা যাচ্ছে **প্রত্যেক প্রজাতির একজোড়া করে সংগ্রহ করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে**। তবে সূরা আল মোমেনুন এর ২৭ নং আয়াতে সুস্পষ্ট করেই বলা হয়েছে **সব কিছু থেকে এক জোড়া সংগ্রহ করে নৌকায় তুলে নিতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে**। এ সম্পর্কে কোনো ভ্রান্তি সৃষ্টি না হওয়ার জন্যই তা করা হয়েছে।

বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান :- বাইবেল বা তৌরাত শরীফে (**জেনেসিস অধ্যায়ে**) হযরত আদম থেকে হযরত ইব্রাহীমের বয়সের তালিকা দেয়া হয়েছে। তবে হযরত ইব্রাহীম থেকে খ্রীষ্টের জন্ম অবধি এই সময়কালের সেরূপ কোনো তথ্য বাইবেলে নেই। প্রাচীন নানা উপাসনা ধর্মগ্রন্থ বিশ্লেষণ করে সপ্তপদশ শতাব্দীতে (১৬৫৪ সালে) আয়ারল্যান্ডের আর্চবিশপ আশার (১৫৮১-১৬৫৬) হিসেব করে জানিয়েছিলেন, পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছিল খ্রীষ্টপূর্ব ৪০০৪ সালের অক্টোবর মাসের ২৬ তারিখে সকাল ৯ ঘটিকায় এবং ঐ বছরই ঈশ্বর বিশেষ ক্ষমতায় মানুষেরও সৃষ্টি করেন (৪)। (**আবার ঐতিহাসিক অভিধান মতে- আদম পৃথিবীতে আসেন ৫৮০৯ খ্রীপূর্ব এবং মৃত্যু বরণ করেন ৪৮৭৯ খ্রীষ্ট পূর্ব** [৫]) আবার হযরত আদম থেকে হযরত নূহ এর বয়সের ব্যবধান ১০৫৬ বছর। এবং হযরত নূহের বয়স যখন ছয়শত বছর, তখন মহাপ্লাবন হয়েছিল। অর্থাৎ হযরত আদম জন্মের ১৬৫৬ বছর পর (খ্রীষ্টপূর্ব ২৩৪৮ সালে)

মহাপ্লাবন হয়েছিল। এর পর অতিক্রান্ত হয়েছে (২৩৪৮ + ২০০৫ =) ৪৩৫৩ বছর। আর একটি বারের জন্যেও মহাপ্লাবন হয়নি!! কি অদ্ভুত!

বিভিন্ন উপসনাধর্মগ্রন্থ সমূহে যে মহাপ্লাবনের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে, তা থেকে দুটি প্রশ্ন উঠে আসে :-

**(১) মহাপ্লাবনের মাধ্যমে উচ্চতম পর্বতগুলিকে ডুবিয়ে দেওয়ার মতো আদৌ এতো বৃষ্টি হওয়া কি সম্ভব?**

**(২) হযরত নূহ্ এর জাহাজে কি সত্যই পৃথিবীর সকল প্রাণীর এক জোড়া করে জায়গা হওয়া সম্ভব ছিল?**

এখন এই দুটি প্রশ্নের সমাধান অংকের মাধ্যমে (৬) দেখা যাক-

**(১) মহাপ্লাবন হওয়া কি সম্ভব** :- আমাদের এই পৃথিবীর পরিধি হচ্ছে ৭,৯২৬ মাইল বা ১২,৭৫৬ কিলোমিটার। পৃথিবীর ব্যাসার্ধ হচ্ছে প্রায় ৬৩৭০ কিলোমিটার। তাহলে **পৃথিবীর আয়তন হচ্ছে প্রায় ১,০৮০ বিলিয়ন কিউবিক কিলোমিটার বা প্রায় ১,০৮২,৬৯৬,৯৩২,০০০ কিউবিক কিলোমিটার** (৭)। এই বিশাল আয়তনের পৃথিবীকে ডুবিয়ে দেয়ার মতো মহাপ্লাবনের এতো জল এল কোথা থেকে? আকাশ থেকে নিশ্চয়ই। তারপর সেই জল গেল কোথায়? সারা পৃথিবীর জল মাটিতে শুষে নেয়া সম্ভব নয়, অন্য কোনো উপায়ে উবে যাওয়া সম্ভব নয়। একমাত্র যে জায়গায় এই জল যেতে পারে, সেটা বায়ুমন্ডল; অর্থাৎ এই জল বাস্প হয়ে যেতে পারে। তাহলে বায়ুমন্ডলেই এখন জলটা আছে। এখন যদি আকাশের সমস্ত বাস্প জমে জলবিন্দুতে পরিণত হয় ও পৃথিবীতে ঝরে পড়ে তা হলে আবার আর-একটি মহাপ্লাবন হয়ে সর্বোচ্চ পর্বতগুলিকেও ডুবিয়ে দেবে। মনে হয় না, আর কোন মহাপ্লাবন হবে? কারণ ঈশ্বর যে নিষেধ করেছেন, আর কখনও বন্যা হয়ে সমস্ত প্রাণী জাতিকে ধ্বংস করবে না (**পয়দায়েশ, ৯:১৫**)। তবে ঈশ্বরকে ভরসা নেই!! দেখাই যাক, ব্যাপারটা সম্ভব কি না?

আবহবিদ্যার বই থেকে আমরা জানতে পারি, **প্রতি বর্গমিটারের উপরে যে বায়ুমন্ডল রয়েছে, তাতে গড়পড়তা ১৬ কিলোগ্রাম জলীয়বাস্প থাকে এবং ২৫ কিলোগ্রামের বেশী থাকতে পারে না**। বায়ুমন্ডলের এই আদ্রতা ঘনীভূত হয়ে এক সংগে যদি ঝরে পড়ে, তাহলে পৃথিবীর জলের গভীরতা কতটুকু বাড়ে?

১ বর্গমিটার জায়গায় সবচেয়ে বেশি জল থাকতে পারে ২৫ কিলোগ্রাম বা ২৫০০০গ্রাম। এবং এই ২৫,০০০গ্রাম জলের আয়তন হবে ২৫,০০০ ঘনসেন্টিমিটারের সমান। এই আয়তন হবে প্রতি ১ বর্গ মিটার বা ১০,০০০ বর্গ সেন্টিমিটার জায়গায় উপরের স্তরে। এখন জলের আয়তনকে ভূমির ক্ষেত্রফল দিয়ে ভাগ করলে জলস্থরের গভীরতা পাওয়া যাবে : ২৫,০০০ ÷ ১০,০০০ = ২.৫ সেন্টিমিটার। অর্থাৎ মহাপ্লাবনে সবচেয়ে বেশি জল জমা হলে, তা হতে পারে ২.৫

সেন্টিমিটার গভীর। অর্থাৎ মহাপ্লাবনে পৃথিবীর সবজায়গায় গড়ে সবচেয়ে বেশি বৃষ্টি হলে ২.৫ সেন্টিমিটার জল জমতে পারে। আবার **এইটুকু উচ্চতায় জল জমা সম্ভব হতে পারে একমাত্র, যদি মাটি এই এই বৃষ্টির জল শুষে না নেয়**। তাহলে দেখা যাচ্ছে, মহাপ্লাবনে সত্যই ২.৫ সেন্টিমিটারের থেকে বেশী জল জমা সম্ভব নয়।

**কিন্তু বহু জায়গায় বৃষ্টিপাত অনেক সময় ২.৫ সেন্টিমিটারকে ছাড়িয়ে যায়। সে সব ক্ষেত্রে জল বায়ুমন্ডল থেকে সোজাসুজি শুধু সে জায়গায় পড়ে না, পাশাপাশি অন্যান্য অঞ্চল থেকেও বাতাস জল বয়ে আনে**। কিন্তু উপাসনাধর্মগ্রন্থের মতে (**লক্ষ্য করুন**, **পয়দায়েশ, ৭:২০**) মহাপ্লাবন একই সংগে সারা পৃথিবীতে ডুবিয়ে দিয়েছিল জলের নীচে, সুতরাং **তখন এক অঞ্চলে অন্য অঞ্চল থেকে বাতাসের মাধ্যমে জল আসা সম্ভব ছিল না**।

হিসেব করে দেখা যাচ্ছে, প্লাবন যদি হয়েও থাকে তা হলেও জল ২.৫ সেন্টিমিটারের বেশি উপরে উঠতে পারে নি। কিন্তু এভারেস্ট পর্বতের উচ্চতম শৃঙ্গ সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৮.৮ কিলোমিটার বা ৮৮০০মিটার উঁচু। এখন একটু হিসেব করলেই বুঝা যাবে মহাপ্লাবনের জলের গভীরতাকে কতগুন বাড়িয়ে বলা হয়েছে?

৮.৮ কিলোমিটার = ৮৮০,০০০ সেন্টিমিটার। এখন একে ২.৫ সেন্টিমিটার দিয়ে ভাগ দিলে পাওয়া যায় .....। নাহ, খুববেশী অতিরঞ্জন করা হয়নি!! ম-া-ত্র ৩৫২,০০০(তিন লক্ষ বাহান্ন হাজার) গুন বাড়িয়ে বলা হয়েছিল!! খুবই কম, তাই না .....?!!?

দেখা যাচ্ছে, 'প্লাবন' যদি হয়েও থাকে, তাহলে ঠিক যাকে বৃষ্টি বলে তা হয় নি, একটা ঝিরঝিরে বর্ষণ হয়েছে মাত্র। কেননা, চল্লিশ দিন ধরে বিরামহীন বৃষ্টির ফলে (**লক্ষ করুন; পয়দায়েশ, ৭:১২**) যদি মাত্র ২৫ মিলিমিটার (২.৫ সেন্টিমিটার) জল জমে, তাহলে দৈনিক বৃষ্টি হবে ০.৬২৫ মিলিমটার। আর শরৎকালে যে ঝিরঝিরে বৃষ্টি হয় তাতেও ১০ মিলিমিটারের মত জল থাকে (প্রায় ২০ গুন বেশী)।

(২) **হযরত নূহ্ এর জাহাজ** :- দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, ঐ জাহাজে পৃথিবীর সকল প্রাণীর এক জোড়া করে কি জায়গা হওয়া সম্ভব :- উপাসনা ধর্মগ্রন্থে (তৌরাত শরীফ) আছে (**লক্ষ করুন; পয়দায়েশ, ৬:১৫**), জাহাজ ছিল তিন তলা, লম্বায় তিনশ হাত, চওড়া ৫০ হাত, উচ্চতা ত্রিশ হাত।

প্রাচীন পশ্চিম এশিয়ার লোকদের ভেতর 'একহাত' বলতে যে মাপ বোঝানো হত, তাকে দশমিক পদ্ধতিতে পরিবর্তন করলে দাঁড়ায় প্রায় ৪৫ সেন্টিমিটার বা ০.৪৫ মিটার। তাহলে, জাহাজটি লম্বায় ছিল ৩০০ × ০.৪৫ = ১৩৫ মিটার লম্বা। আর ৫০ × ০.৪৫= ২২.৫ মিটার চওড়া। তাহলে, প্রতিটি মেঝের মাপ ছিল ১৩৫× ২২.৫= ৩০৩৭.৫ বর্গমিটার এবং তিন তলা মিলিয়ে জাহাজে মোট জায়গা ছিল ৩× ৩০৩৭.৫ = ৯১১২.৫ বর্গ মিটার।

পৃথিবীতে শুধু প্রাণীই আছে দশ রকমের **PHYLUM**-এর (গাছ না হয় বাদ দেয়া হল):- (1) **Protozoa** (2) **Porifera** (3) **Coelenterata** (4) **Platyhelminthes** (5) **Nemathelminthes** (6) **Annelida** (7) **Arthropoda** (8) **Mollusca** (9) **Echinodermata** (10) **Chordata**

এর মধ্য থেকে আমরা শুধু মাত্র একটা ফাইলামকে বেছে নিচ্ছি, **Chordata** অর্থাৎ মেরুদন্ডী প্রাণী। এই Chordata দের পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন- **(১)** পাখী, **(২)** মাছ, **(৩)**সরীসৃপ **(৪)** সরীসৃপ **(৫)** স্তন্যপায়ী। আমাদের পৃথিবীতে এখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত ১,৭৫০,০০০ প্রজাতি আছে, এবং ধারণা করা হয় অনাবিষ্কৃত রয়েছে ১৪,০০০,০০০ (৮)। নিম্নে কিছু প্রাণীর প্রজাতি সংখ্যা উল্লেখ করা হলো -

| | |
|---|---|
| স্তন্যপায়ী - | ৩,৫০০ |
| পাখী- | ১৩,০০০ |
| উভচর- | ১,৪০০ |
| সরীসৃপ- | ৩,৫০০ |
| পতঙ্গ - | ৩,৬০,০০০ |
| অঙ্গুরী মাল | ১৬,০০০ |

এখন দেখি ঐ জাহাজে কেবল স্তন্যপায়ীদের জন্য ঐ জায়গা যথেষ্ট কি না?

উপাসনাধর্মগ্রন্থ (**তৌরাত শরীফ**) বর্ণনামতে (**লক্ষ করুন**; **পয়দায়েশ, ৭:২৪**) দুনিয়া ১৫০ দিন জলের নীচে ডুবে ছিল। তাহলে ঐ সময় স্তন্যপায়ীদের জন্যই কেবল জায়গার ব্যবস্থা করতে হয়নি, তাদের জন্য খাবারের জন্য জায়গা করতে

হয়েছিল। সাথে সাথে নূহ, নূহের স্ত্রী, তাঁদের তিন ছেলে, ছেলের স্ত্রীদের জন্য জায়গাসহ তাঁদের খাবার-দাবার রাখতে হয়েছিল। জাহাজে প্রতি জোড়া স্তন্যপায়ীদের জন্য জায়গা ছিল

৯১১২.৫ ÷ ৩৫০০ = ২.৬ বর্গমিটার

নিঃসন্দেহে এই জায়গা পর্যপ্ত নয়। নূহের পরিবারের জন্য জায়গার দরকার হয়েছিল, এবং প্রাণীদের খাঁচাগুলোকে ফাঁক ফাঁক করে রাখতে হয়েছিল। এবং স্তন্যপায়ীদের মধ্যে রয়েছে তিমি, ডলফিন, হাতি, রাইনো, হিপ্পো, বাঘ, সিংহ, গরু, ছাগল, হাতি, জিরাফসহ ইত্যাদি বিশাল বিশাল আকারের জন্তুরাও আছে। তৃণভোজী প্রাণীদের জন্য ঘাস, গাছ-গাছালী, মাংসাশী প্রাণীদের জন্য মাংসসহ খাদ্যের স্টক কোথায় রাখা হবে? উদাহরন হিসেবে বলা যায় Koala নামক লেজবিহীন ছোট ভালুকের মতো প্রাণীটি রোজ এক কেজি করে Eucalyptus গাছের পাতা খায়, যা তার পুষ্টি ও পানির চাহিদা মিটিয়ে দেয়। ঐ জাহাজেতো শুধুমাত্র স্তন্যপায়ী প্রাণীদেরই পর্যাপ্ত জায়গা হচ্ছে না, আবার অন্যান্য প্রাণীসহ ১৫০ দিন চলার মতো তাদের খাদ্যের স্টক কোথায় রাখা হবে?

মোদ্দা কথা, **উপাসনাধর্ম গ্রন্থের মহাপ্লাবনের (!) গাল-গল্পকে মিথ্যে করে দিচ্ছে অংকের হিসাব**। আসলে ওরকম কিছু ঘটাই অসম্ভব। যদি কিছু হয়ে থাকে তো মনে হয়, কোনো স্থানীয় বন্যা হতে পারে (৯)। **বাকি গল্পটা কল্পনা, অতিমাত্রায় অতিকথন ছাড়া আর কিছুই নয়**।

**সবাইকে ডারউইন দিবস- ২০০৬ এর শুভেচ্ছা। ধন্যবাদ।**

------

তথ্য নির্দেশিকা :-


(১) **কিতাবুল মোকাদ্দেস**; প্রকাশনায় : বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি, ঢাকা-১২১৭।

(২) হাফেজ মুনির উদ্দিন আহমেদ; **কোরআন শরীফ, সহজ সরল বাংলা অনুবাদ**; প্রকাশনায় : আলকোরআন একাডেমী লন্ডন।

(৩) **Interpretation of the Meaning of The Noble Quran**;Translated into the English Language By ***Dr. Muhammad Taqi-ud-Din Al-Hilali, Ph.D. & Dr. Muhammad Muhsin Khan***. (Download Facility provided by **www.road-to-heaven.com** )

(৪) ভবানী প্রসাদ সাহু; **বিজ্ঞানের চোখে ভগবান**; উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির, কলিকাতা-৭। পৃষ্ঠা- ২৪। এবং **http://gpc.edu/~pgore/geology/geo102/age.htm**

(৫) বেনজীন খান; **দ্বন্দ্বে ও দ্বৈরথে**; চারুলিপি প্রকাশন, ঢাকা-১১০০। পৃষ্ঠা- ৫৮।

(৬) প্রবীর ঘোষ; **আমি কেন ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না**; দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা- ৭০০০৭৩।

(৭) **http://www.abarnett.demon.co.uk/atheism/noahs_ark.html**

(৮) **http://www.indianchild.com/animal_kingdom.htm**

(৯) বিভিন্ন পৌরানিক উপাখ্যানে মহাপ্লাবনের আরোও কাহিনী জানতে আগ্রহীরা ভিজিট করতে পারেন **http://www.talkorigins.org/faqs/flood-myths.html**

**Email: ananta_atheist@yahoo.com**

~~~~~ ~~~~~

———o———
~~~~~